ত্রাণ প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিচ্ছে 'কমারফোরপ্যাক'

ক্যাম্প এইচ.এম. স্মিথ, হাওয়াই, ২৪শে নভেম্বর -- যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এবং ইউ.এস প্যাসিফিক কম্যান্ড-এর আদেশে ইউ.এস. মেরিন কোর ফোর্সেস-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জন এফ. গুডম্যান ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশীদের সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা দপ্তরের ত্রাণ উদ্যোগে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গত ১৫ই নভেম্বরে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে সিডর-এর আঘাতে যে ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

জলে এবং স্থলে চলতে সক্ষম নৌযান কিয়ারসার্জ-এর সাথে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে পারদর্শী বিশেষ বাহিনী 'অ্যাম্ফিবিয়াস স্কোয়াড্রন' এবং ২২তম 'মেরিন এক্সপিডিশনারি ইউনিট' যারা বিশেষ অভিযানে পারদর্শী বাংলাদেশের চলমান ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা দেয়ার জন্য ২৩শে নভেম্বর সকালে বাংলাদেশের উপকূলের অদূরে এসে পৌঁছেছে।

চলমান ত্রাণ কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী তার দক্ষতা কিভাবে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে পারে তা নির্ধারণ করার জন্য কিয়ারসার্জ এবং ২২তম 'মেরিন এক্সপিডিশনারি ইউনিট' বাংলাদেশ সরকার, সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ এবং আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনগণের দুর্দশা লাঘবে সহায়তা করার জন্য কিয়ারসার্জ পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র, চিকিৎসা সেবার বিভিন্ন সামগ্রী, আকাশ ও নদীপথে ত্রাণ সরবরাহের জন্য হেলিকপ্টার ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সাথে করে নিয়ে এসেছে।

এছাড়াও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য 'থার্ড মেরিন এক্সপিডিশনারি ব্রিগেড'-এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রোনাল্ড এল. বেইলি-র নেতৃত্বে একটি পরামর্শক দলও এসেছে। ত্রাণ উদ্যোগ সমন্বয়ের জন্য তিনি বর্তমানে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সাথে কাজ করছেন।

এ দুর্যোগের সময়ে আমেরিকার জনগণ বাংলাদেশে তাদের বন্ধুদের পাশে আছে। বাংলাদেশকে এই দুর্যোগের সময়ে এবং এই ঘূর্ণিঝড়ের দুরবস্থা থেকে কাটিয়ে তোলার জন্য কিভাবে সর্বোত্তম সহায়তা দেয়া যায় সে লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার সম্পদ এবং জনবল দিয়ে সহযোগিতার চেষ্টা করছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য এই ওয়েবসাইট www1.apan-info.net - Bangladesh Relief দেখতে করতে পারেন।

==========

জিআর/ ২০০৭